Bangladesh Association of International Recruiting Agencies
(BAIRA)

বায়রা/৩(৯)/২০২১/৯৭

তারিখ: ১৮/০৩/২০২১

অতীব জরুরী

(Sent by email & whatsapp)

বরাবর,
সম্মানিত সদস্য (সকল)
বায়রা।

বিষয়: বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ (সংশোধন) এর ড্রাফট সম্পর্কে মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১। বায়রা'র পত্র নং-বায়রা/প্রবাসী কল্যাণ/৩০/২০১৯/৯৯, তারিখ: ১৪/০২/২০১৯ খ্রি.।
২। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর পত্র নং-৪৯.০০.০০০০.০৪২.০১.০২০.১৮, তারিখ: ১৪/০৩/২০২১ খ্রি.।

মহোদয়,
আস্সালামু আলাইকুম।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ (সংশোধন)" এর ড্রাফটের উপর Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST) এর সাথে ২১/০৩/২০২১ তারিখ একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

এমতবস্থায়, প্রেরিত ড্রাফট বিষয়ে আপনার কোনরূপ মতামত থাকলে তা আগামী ২০/০৩/২০২১ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে সরাসরি অথবা ই-মেইল (baira1984@gmail.com) যোগে বায়রা সচিবালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনা মোতাবেক ১৬ পাতা।

শ্রদ্ধান্তে,

১৮/৩/২০২১

(মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান)
সচিব (প্রশাসন), বায়রা।

অনুলিপিঃ

১. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
৩. প্রশাসক, বায়রা।
৪. নোটিশ বোর্ড, বায়রা।
৫. বায়রা ওয়েব-সাইড (www.baira.org.bd), বায়রা।

Tel: 88-0241032136-38
Fax: 88-0241032144

BAIRA BHABAN: 130, New Eskaton Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Tel: ~~88-02 9345587, 9348096, 48312144~~
Fax: ~~88-02 9344979~~, E-mail: baira1984@gmail.com, Web: baira.org.bd

মুজিব বর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আইন প্রণয়ন শাখা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০
www.probashi.gov.bd

নং- ৪৯.০০.০০০০.০৪২.০১.০২০.১৮ তারিখ: ১৫-০৩-২০২১ খ্রিঃ।

বিষয়: বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ (সংশোধন) এর ড্রাফট সম্পর্কে মতামত প্রদান।
সূত্র: বায়রা-এর পত্র নং-বায়রা/প্রবাসী কল্যাণ/৩০/২০১৯/৯৯; তারিখ: ১৪.০২.২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিগত সময়ে বিভিন্ন অংশীজনের মতামত নেয়া হয়েছে।

২। বায়রা থেকে গত ১৪.০২.২০২৯ তারিখে লিখিত মতামত পেশ করা হয়েছে। এছাড়াও আইএলও এবং BLAST সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করেছেন বলে জানিয়েছেন।

৩। ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ (সংশোধন) এর ড্রাফট ও এর বিশ্লেষণ অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

৪। এক্ষেত্রে ড্রাফটটি সম্পর্কে কোন মতামত থাকলে তা ILO ও BLAST এর সাথে শেয়ার করার পাশাপাশি আগামী ৩১.০৩.২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

শেখ মুহাম্মদ রেফাত আলী
উপসচিব
ফোন: ৫৫১৩৮৪৮৭
Email:lawformulation@probashi.gov.bd

বিতরণ:
১. সেক্রেটারি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা), নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।
২. Mr. Salahuddin Kasem Khan, Managing Director, Bangladesh Employers' Federation, Chamber Building, 122-124, Motijheel CA, Dhaka-1000, Bangladesh.

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:

১। অতিরিক্ত সচিব, গবেষণা ও নীতি অনুবিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। জনাব আসিফ মুনীর, আইএলও, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
৪। অফিস কপি

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।— (১) এই আইন বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।— বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা ১৭ এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন (;) চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তাহার পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৮) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(১৮) "সাব-এজেন্ট" বা "প্রতিনিধি" অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে সবেতন বা বিনাবেতনে কর্মরত কোনো ব্যক্তি, তিনি দালাল, মধ্যস্বত্বভোগী কিংবা অন্য কোন নামে অভিহিত হইয়া থাকুক না কেন।

৩। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ২ক ধারার সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ২ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"আইনের প্রাধান্য।— (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অভিবাসন সম্পর্কিত অপরাধসমূহের বিচারের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

(২) রিক্রুটিং এজেন্টদের সকল কার্যক্রম এবং অনিয়মিত অভিবাসনসংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব এই আইন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৪। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ৪ক ধারার সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ৪ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৪ক। অনিয়মিত অভিবাসন প্রতিরোধ।— (১) অনিয়মিত কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে অভিবাসন প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) কোন অভিবাসী কর্মী কর্মস্থলের দেশে অনিয়মিত (irregular) কিংবা দলিলপত্রহীন (non-documented) হইয়া পড়িলে তাঁহাদের এই আইনের অধীন কোন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই সরকারকে নিবৃত্ত করিবেনা।"

৫। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর "বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে সরকার," শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহের পরিবর্তে "বিঘ্নিত হইতে পারে, অথবা কোনো দেশে সংঘাত, দূর্যোগ বা মহামারির আবির্ভাব হইলে, সরকার" শব্দসমূহ ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ৮ক ধারার সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ৮ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**৮ক। বিপদগ্রস্ত ও দুর্যোগ কবলিত অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা।**- (১) কোনো রাজনৈতিক সংঘাত কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা কোনো মহামারি বা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে কোন দেশে অভিবাসী কর্মীরা বিপদগ্রস্ত হইলে সরকার তাঁহাদের জরুরী সুরক্ষা প্রদান এবং প্রয়োজনে দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো দুর্যোগের কারণে প্রত্যাবাসিত কিংবা স্বেচ্ছায় অথবা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের আদেশের কারণে দেশে ফিরিয়া আসা অভিবাসী কর্মীদের জন্য সরকার বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।"

৭। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ১৪ক ধারার সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ১৪ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

(১) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট তাঁহার পক্ষে এই আইনের অধীন অভিবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন ব্যক্তিকে, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধিরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের সমিতির নিকট নিবন্ধিত হইতে হইবে, এবং উক্ত সমিতি নিবন্ধনপ্রাপ্ত সকল সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধিগণের তালিকা সংরক্ষণ করিবে যাহার একটি হালনাগাদ কপি প্রতি বৎসর সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) কেবল কোন স্বাভাবিক ব্যক্তিকে (natural person) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে।

(৪) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট সর্বোচ্চ বিশ (২০) জন সাব-এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে, তবে এই সংখ্যা সরকার সময় সময় আদেশ দ্বারা পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) কোন ব্যক্তি একইসাথে একাধিক রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হইতে পারিবেনা।

(৬) সৎ ও ভাল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সাব-এজেন্ট নিয়োগ করিতে হইবে।

(৭) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির অভিবাসনসংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট ও নিযুক্ত সাব-এজেন্ট উভয়ই যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৮) উপ-ধারা (২) এর অধীন সংশ্লিস্ট রিক্রুটিং এজেন্ট এবং রিক্রুটিং এজেন্টসমুহের সমিতির দায়িত্ব সরকার সময় সময় নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।"

৮। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ১৯ক ধারার সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ১৯ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**১৯ক। বাধ্যতামূলক বীমা।**— (১) বৈদেশিক কর্মের উদ্দেশ্যে বহির্গমণের পূর্বে অভিবাসী কর্মীদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বাধ্যতামূলক বীমা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন একাধিক বীমা পরিকল্প (ঢ়ড়ষরপু/ংপযবসব) থাকিবে এবং তাহার প্রদেয় প্রিমিয়াম (premium) সহজসাধ্য হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রবর্তিত বীমার অংক, প্রদেয় প্রিমিয়াম এবং প্রাপ্য সুবিধাসমূহ প্রতি ০৩ (তিন) বৎসর অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করা হইবে।"

৯। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন।— (১) উক্ত আইনের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় লাইনে "প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ," শব্দসমূহ ও কমার পর "অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণে রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব," শব্দসমূহ ও কমা সংযোজিত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৫) যে-কর্মসংস্থান চুক্তির ভিত্তিতে কোনো অভিবাসী কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা উক্ত অভিবাসী কর্মীর সম্মতি ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশোধিত বা পরিবর্তিত কর্মসংস্থান চুক্তির অনুলিপি তাহা সম্পাদনের এক মাসের মধ্যে ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে প্রেরণ করিতে হইবে।"

১০। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনামের সংশোধন।— উক্ত আইনের অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনামের "অধিকার" শব্দের পর "ও দায়-দায়িত্ব" শব্দসমূহ সংযোজিত হইবে।

১১। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর দ্বিতীয় লাইনে "কোন অভিবাসী কর্মী" শব্দসমূহের পর "অথবা অন্যকোন ব্যক্তি," শব্দসমূহ ও কমাচিহ্ন সংযোজিত হইবে।

১১। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে।

১২। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ৩০ক ধারার সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ৩০ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**৩০ক। অভিবাসী কর্মীর দায়-দায়িত্ব।**— (১) এই আইনসহ অন্যান্য আইনের বিধান মানিয়া চলা এবং আইন-বহির্ভূত অভিবাসন প্রতিরোধে সরকারকে সহায়তা প্রদান সকল আভিবাসী কর্মী, তাঁহাদের পরিবারের সদস্যবর্গ, এবং বৈদেশিক কর্মের উদ্দেশ্যে অভিবাসনেচ্ছুক প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইবে।

১৩। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর দফা (খ) এর "বা গ্রহণ করিবর চেষ্টা করিলে" শব্দসমূহ বিলুপ্ত হইবে এবং "অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনীর পরিবর্তে "অনধিক ৭ (সাত) বৎসর" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর –

(ক) "সরকার বা ব্যুরোর" শব্দসমূহের পরিবর্তে "ব্যুরোর" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "অনধিক ১ (এক) বৎসর" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনীর পরিবর্তে "অনধিক ২ (দুই) বৎসর" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) "৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা" শব্দসমূহ, সংখ্যা এবং বন্ধনীর পরিবতে "১ (এক) লক্ষ টাকা" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর "তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ এবং বন্ধনীসমূহের পরিবর্তে "অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর হইতে অনধিক ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ এবং বন্ধনীসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর "অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনীর পরিবর্তে "অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর হইতে অনধিক ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ এবং বন্ধনীসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৫ এর প্রতিস্থাপন।— উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৩৫। অননুমোদিতভাবে শাখা অফিস পরিচালনা ও সাব-এজেন্ট নিয়োগের দণ্ড।**- (১) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট ধারা ১৪ অথবা ধারা ১৪ক এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো শাখা অফিস পরিচালনা করিলে কিংবা কাউকে উহার সাব-এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিলে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট অন্যূন এক লক্ষ টাকা হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি ধারা ১৪ক এর অধীন নিবন্ধন গ্রহণ না করিয়া কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্টরূপে কাজ করিলে অথবা নিজেকে সেইমর্মে উপস্থাপন করিলে তিনি অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হইতে অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"

১৮। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৮ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর "Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ, এবং বন্ধনীর পর "এর sections 32 এবং 33A" শব্দসমূহ ও সংখ্যাসমূহ সংযোজিত হইবে।

১৯। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর —

(ক) "৩৩" সংখ্যাটির পূর্বে "৩১," সংখ্যাটি ও কমাচিহ্ন সংযোজিত হইবে; এবং

(খ) "৩১," সংখ্যাটি ও কমাচিহ্ন বিলুপ্ত হইবে।

২০। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৪০ এর প্রতিস্থাপন— উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**৪০। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত হওয়া।**— এই আইনের ধারা ৩২ এবং ৩৫ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হইবে।"

২১। ২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ৪৪ক ধারার সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ৪৪ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**৪৪ক। প্রবাসীদের কল্যাণ।**— অভিবাসী কর্মী ছাড়াও বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

Second Revised Draft on Proposed Overseas Employment Migration (Amendment) Bill 2021

SL No.	Section	Existing Provision of OEMA Act, 2013	Proposed Amended Provision in Revised Second Draft on OEM (Amendment) Bill 2021	Explanatory Comment
১.	১।		**সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই আইন বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।	
২.	২।	**সংজ্ঞা।** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে- [...] (১৭) **"লাইসেন্স"** অর্থ ধারা ৯ এর অধীন রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত লাইসেন্স।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**— বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা ১৭ এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন (;) চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তাহার পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৮) সংযোজিত হইবে, যথা:— "(১৮) "সাব-এজেন্ট" বা "প্রতিনিধি" অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে সবেতন বা বিনাবেতনে কর্মরত কোনো ব্যক্তি, তিনি দালাল, মধ্যস্বত্বভোগী কিংবা অন্য কোন নামে অভিহিত হইয়া থাকুক না কেন।	The definition is needed to include all people who work as middlemen or 'dalals' and to avoid any conflicting interpretation of the term sub-agent. Also, since the Act is not using the term 'dalal', this inclusive definition is important.
৩.	২।		**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ২ক ধারার সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ২ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা :— **"আইনের প্রাধান্য।**— (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অভিবাসন সম্পর্কিত অপরাধসমূহের বিচারের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে। (২) রিক্রুটিং এজেন্টদের সকল কার্যক্রম এবং অনিয়মিত অভিবাসনসংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব এই আইন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।	This is inserted in line with the suggestions from the Hon. Minister. He wanted a clause to have priority over the Human Trafficking Act and citing the name BAIRA. These purposes are attained in the proposed clause. The provision is clear and I do not think that a reference to human trafficking law or BAIRA would be a feasible option. That won't be in terms with the legislative

				drafting practices. Moreover, there is no reference to BAIRA in the OEMA
৪.	৪।	**অভিবাসন।**- (১) এই আইনের বিধান অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন নাগরিক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসন করিবেন না অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে অভিবাসন করাইবেন না। (২) কোন নাগরিকের অভিবাসনের ক্ষেত্রে ধারা ২০ এর অধীন প্রদত্ত ছাড়পত্রসহ নিম্নরূপ দলিল ও কাগজপত্র থাকিতে হইবে, যথা:— (ক) কোন দেশের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা কোন রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হইবার প্রমাণপত্র এবং ভিসা; অথবা (খ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পক্ষে নিয়োগপত্র অথবা নিয়োগকারী দেশের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যানুমতিপত্র বা অনাপত্তিপত্র এবং ভিসা।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ৪ক ধারার সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ৪ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:— "**৪ক। অনিয়মিত অভিবাসন প্রতিরোধ।**— (১) অনিয়মিত কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে অভিবাসন প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (২) কোন অভিবাসী কর্মী কর্মস্থলের দেশে অনিয়মিত (irregular) কিংবা দলিলপত্রহীন (non-documented) হইয়া পড়িলে তাঁহাদের এই আইনের অধীন কোন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই সরকারকে নিবৃত্ত করিবেনা।"	Although the government routinely performs this function, this proposed new provision should be in the OEMA. It simply providing a general duty in a reiterative way for the government to prevent irregular migration or clandestine cross-border movement of people. In the proposed sub-section (2), the government's authority to extend protection to any irregular or undocumented worker is preserved. This is an enabling provision, and will not in any lead to the encouragement of migrating unlawfully. This proposed enabling clause is in line with and in implementation of article 68 of the (Migrant Workers Convention) MWC. It needs to be recalled that the MWC guarantees rights for both documented (i.e. regular) and 'undocumented' migrant workers who have a right to return (see article 67 of the MWC). Under the Convention, the basic duty on the ratifying state (Bangladesh) is to promote safe, equitable, and orderly migration (see article 64 of MWC) and to prevent irregular migration (see article 68 of MWC). But the MWC imposes a special

				duty to protect irregular or non-documented migrant workers at the same time. The proposed section 4A will make the OEMA more in line with the MWC.
৫.	৮।	**অভিবাসন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা।**– (১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন দেশে বাংলাদেশী নাগরিকের অভিবাসন রাষ্ট্র বা জনস্বার্থের পরিপন্থী হইবে অথবা তাহাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গুরুতরভাবে বিঘিড়বত হইতে পারে, তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত দেশে অভিবাসনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে। (২) সরকার, জনস্বার্থে বা মানবসম্পদ রক্ষার্থে, কোন নাগরিক বা কোন শ্রেণীর নাগরিকের অভিবাসনের উপর সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর "বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে সরকার," শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহের পরিবর্তে "বিঘ্নিত হইতে পারে, অথবা কোনো দেশে সংঘাত, দুর্যোগ বা মহামারির আবির্ভাব হইলে, সরকার" শব্দসমূহ ও কমাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।	This proposed section has ben further revised. It now only adds words to capture the crisis situation in countries of employment. This will enable the government to impose any restrictions on migration on a reasonable basis.
৬.	৮।	**অভিবাসন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা।**- (১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন দেশে বাংলাদেশী নাগরিকের অভিবাসন রাষ্ট্র বা জনস্বার্থের পরিপন্থী হইবে অথবা তাহাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত দেশে অভিবাসনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে। (২) সরকার, জনস্বার্থে বা মানবসম্পদ রক্ষার্থে, কোন নাগরিক বা কোন শ্রেণীর নাগরিকের অভিবাসনের উপর সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ৮ক ধারার সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ৮ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:— "**৮ক। বিপদগ্রস্ত ও দুর্যোগ কবলিত অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা।**- (১) কোনো রাজনৈতিক সংঘাত কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা কোনো মহামারি বা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে কোন দেশে অভিবাসী কর্মীরা বিপদগ্রস্ত হইলে সরকার তাঁহাদের জরুরী সুরক্ষা প্রদান এবং প্রয়োজনে দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো দুর্যোগের কারণে প্রত্যাবাসিত কিংবা স্বেচ্ছায় অথবা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের আদেশের কারণে দেশে ফিরিয়া আসা অভিবাসী কর্মীদের জন্য সরকার বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।"	This is again an enabling clause (with no mandatory duties being provided). The proposed section 8A reiterates the existing practice of protecting migrant workers hit by any natural or political crisis or any outbreak of pandemic. It also provides for special protection for the returning migrants who are forced to return for the reason of any calamity so mentioned. It is true that the protection and services for returnees are provided broadly in the existing law as well as in the OEM Policy 2016. It is nevertheless beneficial to incorporate this new provision on natural disaster and political crisis. Article 67 of the MWC provides for a right to return to the state

				of origin when the migrant workers' contract is over or terminated or when they become otherwise irregular. The proposed section seeks to address this article 67.
৭.	১৪।	**শাখা অফিস।**- কোন রিক্রুটিং এজেন্ট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এক বা একাধিক শাখা অফিস পরিচালনা করিতে পারিবে।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ১৪ক ধারার সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ১৪ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:- (১) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট তাঁহার পক্ষে এই আইনের অধীন অভিবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন ব্যক্তিকে, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে। (২) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধিরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের সমিতির নিকট নিবন্ধিত হইতে হইবে, এবং উক্ত সমিতি নিবন্ধনপ্রাপ্ত সকল সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধিগণের তালিকা সংরক্ষণ করিবে যাহার একটি হালনাগাদ কপি প্রতি বৎসর সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। (৩) কেবল কোন স্বাভাবিক ব্যক্তিকে (natural person) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে। (৪) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট সর্বোচ্চ বিশ (২০) জন সাব-এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে, তবে এই সংখ্যা সরকার সময় সময় আদেশ দ্বারা পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। (৫) কোন ব্যক্তি একইসাথে একাধিক রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হইতে পারিবেনা। (৬) সৎ ও ভাল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সাব-এজেন্ট নিয়োগ করিতে হইবে। (৭) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির অভিবাসনসংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট ও নিযুক্ত সাব-এজেন্ট উভয়ই যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবেন। (৮) উপ-ধারা (২) এর অধীন সংশ্লিস্ট রিক্রুটিং এজেন্ট এবং রিক্রুটিং এজেন্টসমুহের সমিতির দায়িত্ব সরকার সময় সময় নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।"	The proposed section 14A seeks to provide for registration of informal sub-agents of recruiting agencies. The registration has been kept at the hands of BAIRA but with a government oversight. The maximum number of registrable sub-agents is proposed to be 20, but the government is authorized to issue notifications under this section to regulate this number as well as registration process. It will require the government to go through the lengthy process of rule-making. Only statutpory notiifcations will do the needful. Indeed, the number needs to be fixed in consultation with the government, its main agencies, and the recruiting agents.

৮.	১৯।	**অভিবাসী কর্মীর নিবন্ধন ও স্বার্থ সংরক্ষণ।**- (১) এই আইনের অধীন অভিবাসন করিতে আগ্রহী ব্যক্তি বা অভিবাসী সকল কর্মীকে, স্ব স্ব পেশা উল্লেখপূর্বক, ব্যুরোর নিকট হইতে নিবন্ধিত হইতে হইবে এবং ব্যুরো নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করিবে এবং, প্রয়োজনে, উক্ত তথ্যাদি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে। (২) কোন অভিবাসী উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিত না হইলে, যে কোন সময়, তিনি যে পেশায় নিয়োজিত রহিয়াছেন উহা উল্লেখপূর্বক, বাংলাদেশে বা যে দেশে অবস্থান করিতেছেন সেই দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে নিবন্ধন করিবেন। (৩) ব্যুরো, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী এবং রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশাভিত্তিক নিবন্ধিত কর্মীর তালিকা হইতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য, উন্মুক্তভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দৈবচয়নের ভিত্তিতে, কর্মী নির্বাচন করিবে: তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ নিবন্ধিত কর্মী পাওয়া না গেলে সরকার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে কর্মী নির্বাচনের পূর্বে কর্মীদের নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করা হইবে না মর্মে ঘোষণা থাকিতে হইবে। (৪) ব্যুরো বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত দায়িত্ব, কার্যাবলি এবং তদারকির পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ১৯ক ধারার সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ১৯ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:— "**১৯ক। বাধ্যতামূলক বীমা।**— (১) বৈদেশিক কর্মের উদ্দেশ্যে বহির্গমণের পূর্বে অভিবাসী কর্মীদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বাধ্যতামূলক বীমা গ্রহণ করিতে হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন একাধিক বীমা পরিকল্প (policy/scheme) থাকিবে এবং তাহার প্রদেয় প্রিমিয়াম (premium) সহজসাধ্য হইবে। (৩) এই ধারার অধীন প্রবর্তিত বীমার অংক, প্রদেয় প্রিমিয়াম এবং প্রাপ্য সুবিধাসমূহ প্রতি ০৩ (তিন) বৎসর অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করা হইবে।"	The proposed draft section incorporates the exusting schme of mandatory insurance. I understand that the mandatory insurance is already institutionalized. It is nevertheless important to have this scheme incorporated within a parent law. In the past, the policy of mandatory insurance was challenged by recruiting agents, though unsuccessfully. Having this provision in the main/parent law will supply additional legitimacy to the executive decision to introduced mandatory insurance. Moreover, such insurances are to some extent a burden on personal liberty of aspiring migrant workers; they may even like to challenge this in future. Whenever any insurance is made to be compulsory, that must be through a primary law. Examples are in the sector of moto-vehicle insurance. The current scheme is no doubt legal, but it is better to have the backing of the OEMA. It is relevant to cite the enactment of WEWB Act 2018. The WEWB was in fact working as a body since many years before the enactment of that Act of 2018, which developed institutionally from the WEW Fund. To give a statuary legality to the WEWB, the

				law has been enacted. Also notable is the law in the Philippines which has the provision of compulsory insurance in the primary legislation.
৯.	২২।	**কর্মসংস্থান চুক্তি।**- (১) রিক্রুটিং এজেন্ট নির্বাচিত কর্মী এবং তাহার নিয়োগকারীর মধ্যে একটি কর্মসংস্থান চুক্তি সম্পাদন করিবে, যাহাতে অভিবাসী কর্মীর বেতন, আবাসন সুবিধা, কাজের মেয়াদ, মৃত্যু বা জখম-জনিত কারণে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ, বিদেশে গমন এবং বিদেশ হইতে ফেরত আসিবার খরচ, ইত্যাদির উল্লেখ থাকিবে। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত চুক্তির ক্ষেত্রে, রিক্রুটিং এজেন্ট বৈদেশিক নিয়োগকারীর প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হইবেন এবং চুক্তি সংক্রান্ত দায়-দায়িত্বের জন্য উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট এবং নিয়োগকারী যৌথ ও পৃকভাবে দায়ী থাকিবেন। (৩) রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির অনুলিপি ব্যুরো এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে প্রেরণ করিবেন। (৪) ব্যুরো অথবা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী কর্তৃক বিদেশে কর্মী প্রেরণ করিবার ক্ষেত্রে ব্যুরো বা সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং কর্মীর সহিত কর্মসংস্থান চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবে এবং চুক্তির অনুলিপি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে প্রেরণ করিবে।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন।**— (১) উক্ত আইনের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় লাইনে "প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ," শব্দসমূহ ও কমার পর "অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণে রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব," শব্দসমূহ ও কমা সংযোজিত হইবে। (২) উক্ত আইনের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা: ।— "(৫) যে-কর্মসংস্থান চুক্তির ভিত্তিতে কোনো অভিবাসী কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা উক্ত অভিবাসী কর্মীর সম্মতি ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, সংশোধিত বা পরিবর্তিত কর্মসংস্থান চুক্তির অনুলিপি তাহা সম্পাদনের এক মাসের মধ্যে ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে প্রেরণ করিতে হইবে।"	This proposed amendment is already revised, to improve the provision on recruiting agents' duty and to reflect the rule relating to employment contracrs under the Recruiting Agents (Conduct) Rules. The proposed section now prohibits variations into the contract without the consent of the recruited migrant agent.
১০.	**সপ্তম অধ্যায়** **অভিবাসী কর্মীর অধিকার**	**সপ্তম অধ্যায়** **অভিবাসী কর্মীর অধিকার**	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনামের সংশোধন।**— উক্ত আইনের অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনামের "অধিকার" শব্দের পর "ও দায়-দায়িত্ব" শব্দসমূহ সংযোজিত হইবে।	
১১.	২৮।	**দেওয়ানী মামলা দায়েরের অধিকার।**- এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ্ব না করিয়া, কোন অভিবাসী কর্মী এই আইনের কোন বিধান বা কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানী মামলা দায়ের করিতে পারিবে।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর দ্বিতীয় লাইনে "কোন অভিবাসী কর্মী" শব্দসমূহের পর "অথবা অন্যকোন ব্যক্তি," শব্দসমূহ ও কমাচিহ্ন সংযোজিত হইবে।	
১২.	২৯।	**দেশে ফিরিয়া আসিবার অধিকার।**- (১) কোন অভিবাসী কর্মীর, বিশেষত বিদেশে আটককৃত কিংবা আটকেপড়া বা বিপদগ্রস্ত কর্মীর দেশে ফিরিয়া আসিবার এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাইবার অধিকার থাকিবে।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে।	This has been newly proposed, and was not presented before.

		(২) কোন অভিবাসী কর্মীকে দেশে ফেরত অনিবার জন্য কোন অর্থ ব্যয় হইয়া থাকিলে, উক্ত ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করা যাইবে। (৩) কোন রিক্রুটিং এজেন্টের অবহেলা বা বেআইনি কার্যক্রমের কারণে কোন অভিবাসী কর্মী বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকিলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টকে উক্ত অভিবাসী কর্মীকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার খরচ বহন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্দেশিত অর্থ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টের নিকট হইতে Public Demand Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায় করিতে পারিবে।		The existing s 29(2) works against the interest of migrant worker. It therefore needs to be omitted. There is a duty on the recruiting agent to pay for the cost of repatriation of any migrant worker who in whose difiiculties/crisis/distress the agent was in fault. Section 29(2) is thus redundant.
১৩.	৩০।	**আর্থিক ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মসূচি** ।জঅভিবাসী কর্মী এবং তাহাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও উনড়বয়ন সাধনের লক্ষ্যে সরকার, প্রয়োজনে, তাহাদের জন্য ব্যাংক ঋণ, কর রেয়াত, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ইত্যাদি প্রবর্তন এবং সহজলভ্য করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ৩০ক ধারার সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ৩০ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:।— "**৩০ক। অভিবাসী কর্মীর দায়-দায়িত্ব।**— (১) এই আইনসহ অন্যান্য আইনের বিধান মানিয়া চলা এবং আইন-বহির্ভূত অভিবাসন প্রতিরোধে সরকারকে সহায়তা প্রদান সকল আভিবাসী কর্মী, তাঁহাদের পরিবারের সদস্যবর্গ, এবং বৈদেশিক কর্মের উদ্দেশ্যে অভিবাসনেচ্ছুক প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইবে।	This proposed clause is further revised. It now introduces 'duties' of the migrant workers and members of their families to comply with the OEMA and other laws and to help the government in its efforts to prevent irregular migration. This provision on duty of the migrant worker is in line with, and follows the drafting style of, article 21 of the Constitution. As such, there is no punishment provided in this proposed section. However, it needs to be mentioned that when a migrant worker is found to be in breach of the law governing migration, they will be liable under the relevant provision.

১৪.	৩১।	**অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী প্রেরণ, অর্থ গ্রহণ, ইত্যাদির দণ্ড।**-কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট- (ক) এই আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ বা প্রেরণে সহায়তা করিলে বা চুক্তি করিলে; (খ) কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিলে বা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলে; (গ) কোন অভিবাসী কর্মীর পাসপোর্ট, ভিসা বা অভিবাসন সংক্রান্ত কাগজপত্র বৈধ কারণ ব্যতীত আটকাইয়া রাখিলে; (ঘ) প্রতারণামূলকভাবে অধিক বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধার মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন ব্যক্তিকে অভিবাসন করাইলে বা অভিবাসনের নিমিত্ত চুক্তিবদ্ধ হইতে প্রলুব্ধ করিলে অথবা অন্য কোনভাবে প্রতারণা করিলে; উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর দফা (খ) এর "বা গ্রহণ করিবর চেষ্টা করিলে" শব্দসমূহ বিলুপ্ত হইবে এবং "অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনীর পরিবর্তে "অনধিক ৭ (সাত) বৎসর" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।	
১৫.	৩২।	**অননুমোদিত বিজ্ঞাপন প্রকাশের দণ্ড।**- (১) কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট সরকার বা ব্যুরোর পূর্বানুমোদন ব্যতীত বৈদেশিক কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বা অভিবাসন বিষয়ক কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচার করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর – (ক) "সরকার বা ব্যুরোর" শব্দসমূহের পরিবর্তে "ব্যুরোর" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; (খ) "অনধিক ১ (এক) বৎসর" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনীর পরিবর্তে "অনধিক ২ (দুই) বৎসর" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং (গ) "৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা" শব্দসমূহ, সংখ্যা এবং বন্ধনীর পরিবতে "১ (এক) লক্ষ টাকা" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।	BMET is given this specific duty (which is an existing practice). The functions of BMET are already provided in the Rules, but this specific duty in the Act can be assigned to BMET. I am aware of the question whether a standalone law is needed for BMET (like WEWB).
১৬.	৩৩।	**বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত চাহিদাপত্র, ভিসা বা কার্যানুমতিপত্র সংগ্রহে অবৈধ পন্থা গ্রহণ বা ব্রয়-বিক্রয়ের দণ্ড।**- কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নিয়োগকারী বা বিদেশ হইতে চাহিদাপত্র, ভিসা বা কার্যানুমতিপত্র সংগ্রহে অবৈধ পন্থা গ্রহণ করিলে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উহা ব্রয়-বিক্রয় করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৭(সাত) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৩(তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর "তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ এবং বন্ধনীসমূহের পরিবর্তে "অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর হইতে অনধিক ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ এবং বন্ধনীসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।	

১৭.	৩৪।	**বহির্গমন স্থান ব্যতীত অন্য স্থান দিয়া বহির্গমনের ব্যবস্থাকরণের দণ্ড।**- কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে বহির্গমনের জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান দিয়া বাংলাদেশ হইতে বহির্গমনের ব্যবস্থা করিলে বা সহায়তা করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর "অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড" শব্দসমূহ, সংখ্যা, এবং বন্ধনীর পরিবর্তে "অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর হইতে অনধিক ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ এবং বন্ধনীসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে	
১৮.	৩৫।	**অন্যান্য অপরাধের দণ্ড।**- কোন ব্যক্তি যদি এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দণ্ডের বিধান উল্লেখ নাই এইরূপ কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৫ এর প্রতিস্থাপন।**— উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:।— "**৩৫। অননুমোদিতভাবে শাখা অফিস পরিচালনা ও সাব-এজেন্ট নিয়োগের দণ্ড।**- (১) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট ধারা ১৪ অথবা ধারা ১৪ক এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো শাখা অফিস পরিচালনা করিলে কিংবা কাউকে উহার সাব-এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিলে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট অন্যূন এক লক্ষ টাকা হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। (২) কোনো ব্যক্তি ধারা ১৪ক এর অধীন নিবন্ধন গ্রহণ না করিয়া কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্টরূপে কাজ করিলে অথবা নিজেকে সেইমর্মে উপস্থাপন করিলে তিনি অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হইতে অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"	There were concerns about the existing s 35 that it is wide provision and is incompatoible with the constitutional principles of equality and the rule of law principle of lack of clarity/certainty in criminal law. Existing s 35 proides for a prison term of six months for breaches of the Act for which no clear punsihments are provided. As such s 35 is highly susceptible to abuse/misuse, and there is a high chance that if challenged it might be struck down as unconstitutional. The proposed s 35 prescribes punishment for the new offence created in section 14A (proposed).
১৯.	৩৮।	**বিচার।**-(১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৮ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No.	

		অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে। (২) মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ৪ (চার) মাসের মধ্যে এই আইনের অধীন বিচার কার্য সমাপ্ত করিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে কোন মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সময়সীমা অনধিক ২ (দুই) মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে তিনি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা ক্ষেত্রমত, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে মামলার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।	V of 1898)" শব্দসমূহ, সংখ্যাসমূহ, এবং বন্ধনীর পর "এর sections 32 এবং 33A" শব্দসমূহ ও সংখ্যাসমূহ সংযোজিত হইবে।	This provision is proposed to make it clear that the metropolitan magistrate is enabled to impose punishments (some are increased in the proposed draft) despite limitations on their power imposed by these sections of CrPC. While drafting the OEMA 2013, there was a consensus that the trials should be entrusted to a judicial magistrate instead of sessions judges.
২০.	৩৯।	**অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপেসযোগ্যতা, ইত্যাদি।**- ধারা ৩৩ ও ৩৪ এর অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং অ-আপোষযোগ্য এবং ধারা-৩১, ৩২ ও ৩৫ এর অধীন অপরাধ অ-আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপেসযোগ্য হইবে।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর – (ক) "৩৩" সংখ্যাটির পূর্বে "৩১," সংখ্যাটি ও কমাচিহ্ন সংযোজিত হইবে; এবং (খ) "৩১," সংখ্যাটি ও কমাচিহ্ন বিলুপ্ত হইবে।	Section 31-offence has been made cognizable and non-bailable, as it is a serious offence.
২১.	৪০।	**মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত হওয়া।**-এই আইন মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হইবে।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৪০ এর প্রতিস্থাপন**— উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :।— "৪০। **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত হওয়া।**— এই আইনের ধারা ৩২ এবং ৩৫ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হইবে।"	It is unusual for any Act to have a provision making the whole Act amenable to jurisdiction of mobile courts. There is a current notification from the Ministry that adds sections 32 and 35 of the OEMA 2013 to the schedule of the Mobiles Courts Act 2009 (vide entry (101) inserted by এস. আর. ও নং ৭৩-আইন/২০১৪)।

২২.	৪৪।	**ক্ষমতার্পণ এবং প্রতিনিধি নিয়োগ।**- সরকার অভিবাসী কর্মীসহ যে কোন অভিবাসীর অধিকার রক্ষা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনে বর্ণিত কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রজ্ঞাপন দ্বারা বা চুক্তির মাধ্যমে কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে, এবং প্রয়োজনে, কোন রাষ্ট্রে প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবে।	**২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ৪৪ক ধারার সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ৪৪ক ধারা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:— "**৪৪ক। প্রবাসীদের কল্যাণ।**— অভিবাসী কর্মী ছাড়াও বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"	Since the ministry is a ministry for Expatriates' Welfare, a general clause enabling the government/Ministry to look after the welfae of expatraites other than migrant workers will do the Minsitry's name justice.